‘পঞ্চমহাভূত’

দ্রব্য পদার্থ ভাগ -৩
বৈশেষিক দর্শন পর্ব-৫

পাঠ পর্যালোচনা

শম্পা দেববনাথ
সহযাগী অধ্যাপিকা,
দর্শন বিভাগ
শালতোড়া নেতাজি
সেন্টেনারি কলেজ

পঞ্চমহাভূত

ক্ষিতি
অপ
তেজ
মরুৎ
ব্যোম

আমার এই দেহখানি   তুলে ধরো,
তোমার ওই দেবালয়ের   প্রদীপ করো--
নিশিদিন   আলোক-শিখা   জ্বলুক গানে ।।

আমার এই দেহ, দেবালয়, গৃহ, প্রদীপ, প্রদীপ শিখা,আলোকধারা, গান, ঝরনা,কলতান, নদী, মেঘ, অরণ্য, মহাকাশ, পর্বত, পাখি, শ্বাপদ সবকিছুর মূলেই আছে এই পঞ্চভূত। তাই জগত হল ভৌতিক জগত। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম জগতের উপাদান। ঈশ্বরের ইচ্ছাতরঙ্গের ধারক।

এরা আসলে কেমন?

ক্ষিতি বা পৃথিবী

ভূতদ্রব্যগুলির মধ্যে পৃথিবী হল প্রথম ভুতদ্রব্য।
পৃথিবীর লক্ষণ হল গন্ধবত্ত্ব কিংবা গন্ধের সমবায়িকারণত্ব।
পৃথিবী দুই প্রকার নিত্য ও অনিত্য।
ক্ষিতির পরমাণু নিত্য তার উৎপত্তি ও বিনাশ নেই। পরমাণু ছাড়া সকল ক্ষিতি বা পৃথিবী অনিত্য।
অনিত্য ক্ষিতি তিন রকমের। শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়।
শরীররূপ ক্ষিতি দুই প্রকার হয় যোনিজ ও অযোনিজ। যোনিজ শরীর আবার দুই রকমের জরায়ুজ ও অন্ডজ। অযোনিজ শরীর দুই প্রকার স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ।
ক্ষিতির বিশেষ গুণ গন্ধ।
এছাড়া অনিত্য ক্ষিতিতে আরো ১৪টি সাধারণ গুণ থাকে।
ঘ্রানেন্দ্রিয় ক্ষিতি থেকে উৎপন্ন।

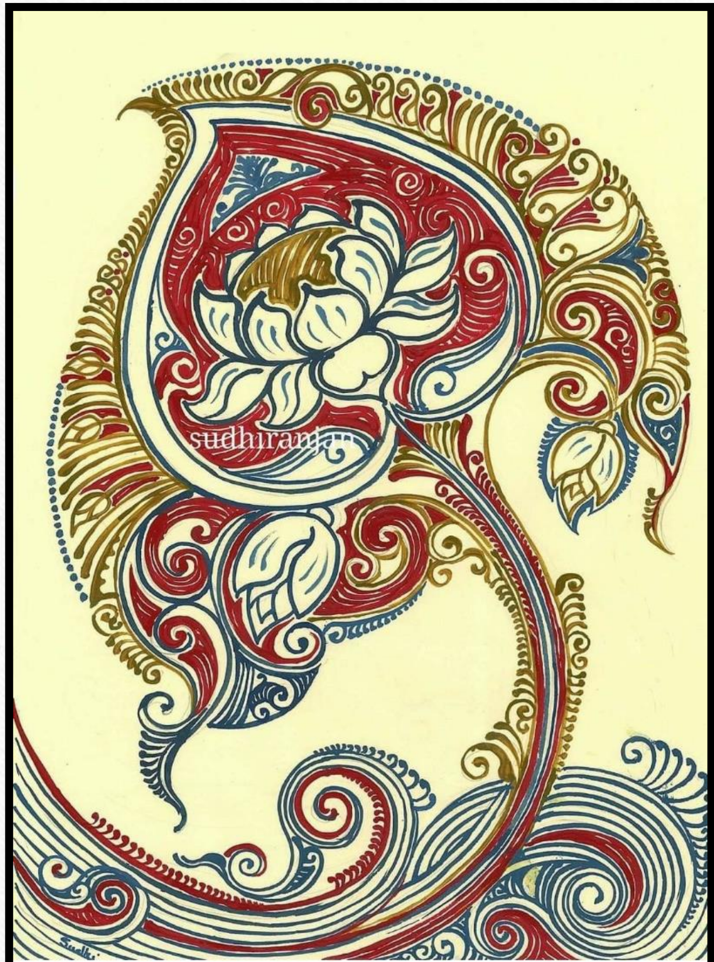

"কত গোপন আশা নিয়ে কোন্ সে গহন রাত্রিশেষে
অগাধ জলের তলা হতে অমল কুঁড়ি উঠল

অপ বা জল

শীতস্পর্শবত্ব জলের লক্ষণ।
জলের বিশেষ গুণ রস বা স্বাদ।
রস সহ অনিত্য জলে ক্ষিতির গন্ধগুণ বাদে ১৪ টি সাধারণ গুণ থাকে।
জলের রঙ সাদা। জলে শুধু মধুর রস থাকে।
জল নিত্য ও অনিত্য ভেদে দুই প্রকার।
নিত্য জল হল পরমাণু স্বরূপ।
অনিত্য জল ত্রিবিধ-শরীর, ইন্দ্রিয় এবং বিষয়।
রসনেন্দ্রিয় বা জিহ্বা জল থেকে উৎপন্ন।

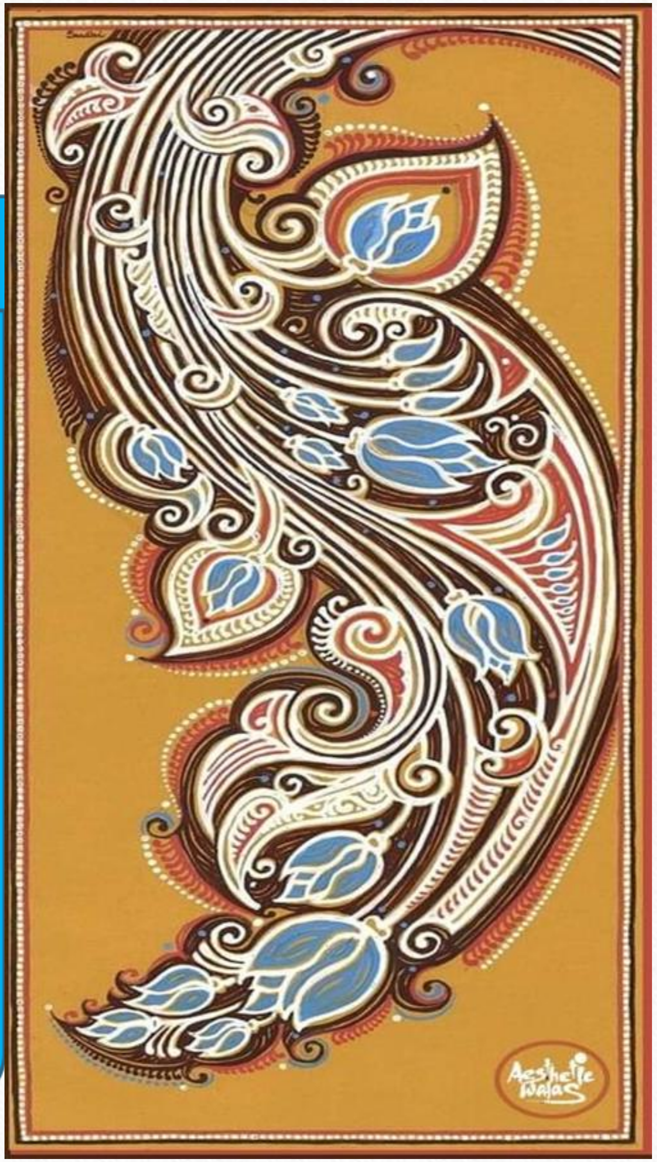

তেজ বা আগুন

তেজের লক্ষণ হল উষ্ণস্পর্শবত্ত্বং।অর্থাৎ যা উষ্ণ স্পর্শবান তাই তেজ বা আগুন ।তেজে রূপ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব ও বেগ নামক সংস্কার থাকে।তেজের রূপ হলো ভাস্কর শুক্ল। সোনা রূপা ইত্যাদি তেজঃ পদার্থ। সেজন্য সোনা রুপা ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন বাসনপত্রকে তৈজস বলা হয়।তেজ নিত্য এবং অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ। পরমাণু স্বরূপ তেজ নিত্য ।অনিত্য তেজ ত্রিবিধ - শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়।তৈজস শরীর তৈজস পরমাণু দ্বারা গঠিত। চক্ষু ইন্দ্রিয় তৈজস দ্রব্য।তেজের বিষয়কে কেউ কেউ চতুর্বিধ বলে মনে করেন- ভৌম, দিব্য, উদর্য এবং আকরজ।

আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো

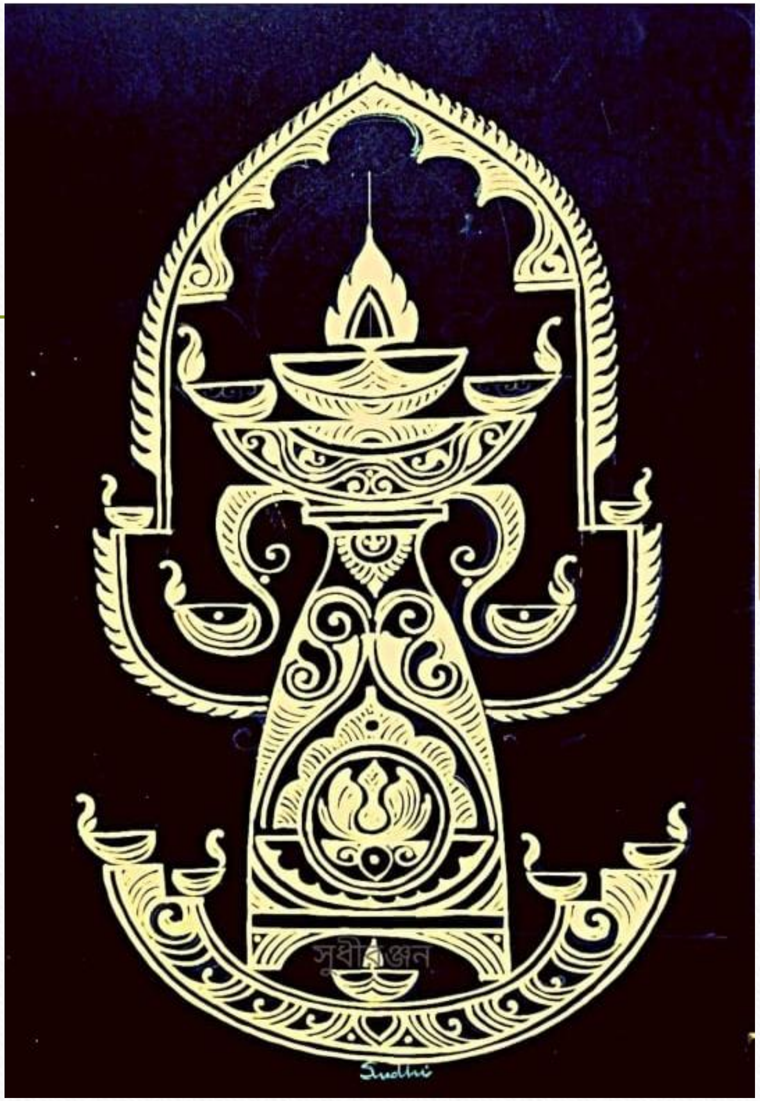

মরুৎ বা বায়ু

রূপরহিত স্পর্শবান দ্রব্য হল বায়ু।

বায়ুতে রূপ নেই তাই বায়ুকে দেখা যায় না।বায়ুকে ত্বকের সাহায্যে স্পর্শ করা যায়।

বায়ুতে নয়টি গুণ থাকে। যথা- স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ত্ব এবং বেগ।

বায়ুর স্পর্শ উষ্ণও নয় শীতলও নয়।

বায়ু আগুনের সংযোগে উৎপন্ন হয় না। এই কারণে স্পর্শকে অপাকজ ও অনুষ্ণাশীত বলা হয়।

বায়ু নিত্য-অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ। বায়বীয় পরমাণু নিত্য। আর সব বায়ুই অনিত্য।

অনিত্য বায়ু তিন প্রকার - শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়।

পঞ্চপ্রকার বায়ু হল- প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান।

ত্বগেন্দ্রিয় বায়বীয় দ্রব্য। ত্বগেন্দ্রিয় সর্বশরীরব্যাপী হয়।

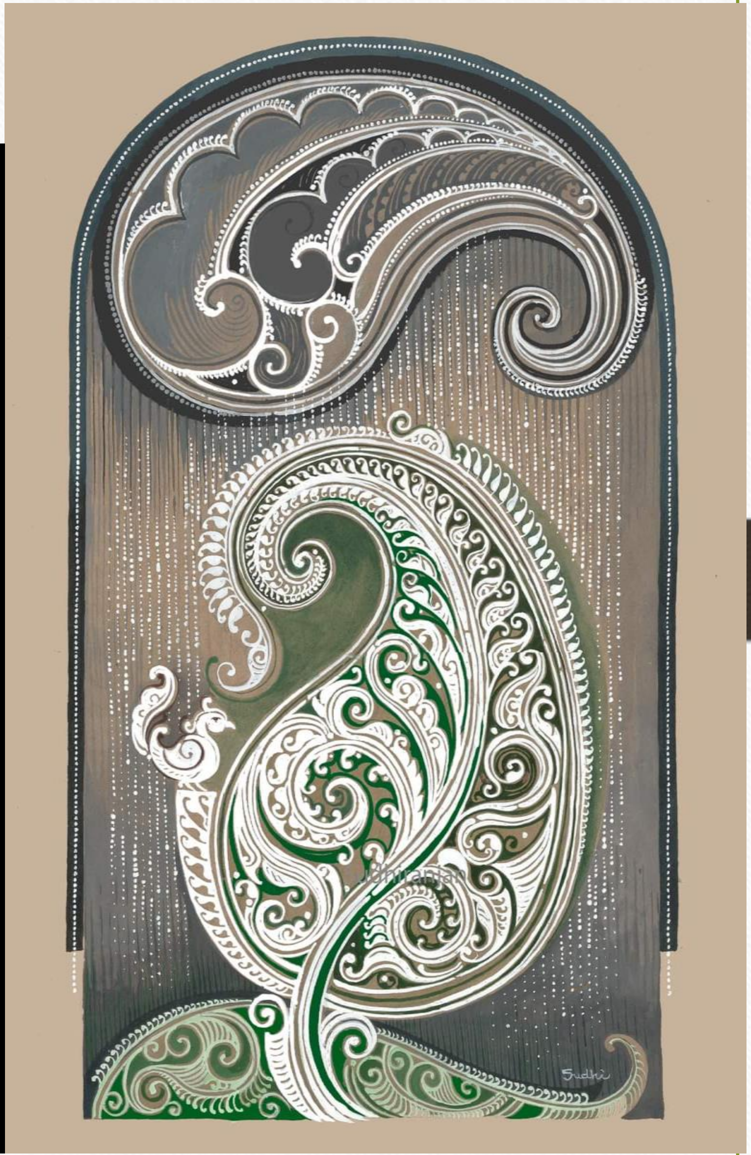

ব্যোম বা আকাশ

ব্যোম বা আকাশআকাশ এক, বিভু, নিত্য ভূত দ্রব্য আকাশ অতীন্দ্রিয় হওয়ায় পরিশেষনুমানের দ্বারা আকাশের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় । আকাশের গুণ শব্দ। শব্দ অনিত্য গুণ পদার্থ। শব্দগুণের আশ্রয় হিসেবে আকাশের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। শব্দ একটি বিশেষ গুণ হওয়ায় তা কাল দিক ও মনে আশ্রিত হতে পারে না। কারণ এই তিনটি দ্রব্য কোন বিশেষ গুণের আশ্রয় হয় না। আবার শব্দ যেহেতু কর্ণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য সেহেতু তা পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আত্মার গুণ হতে পারে না।পৃথিব্যাদি দ্রব্যের গুণ কর্ণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয় না। পৃথিবীসহ আটটি দ্রব্যের শব্দাশ্রয়ত্ব বা শব্দ সমবায়িকারণতা অস্বীকৃত হওয়ায় নবম দ্রব্য আকাশকে শব্দাশ্রয় বা শব্দের সমবায়কারণরূপ দ্রব্য বলে স্বীকার করতে হয়। এইভাবে পরিশেষানুমানের সাহায্যে আকাশের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। আকাশ বিভু পরিমাণ হওয়ায় তা পরমাণু থেকে উৎপন্ন হতে পারে না। আকাশের কোন পরমাণু নেই

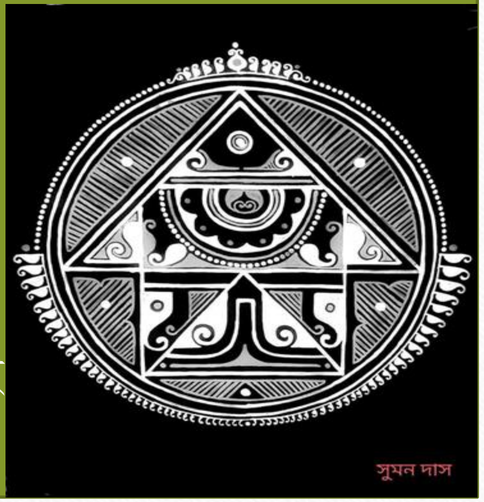

আজকের পাঠ ঋণ

বৈশেষিক দর্শন, অধ্যাপক প্রদ্যোত মন্ডল, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স

পাঠ অলঙ্করণে আলপনা ঋণ

শিল্পী শ্রী সুধীরঞ্জন মুখার্জী,

অধ্যাপক, বিশ্বভারতী।

আগামী পাঠ পরমাণুবাদ

দ্রব্য পদার্থ ভাগ-৪

বৈশেষিক দর্শন পর্ব-৬

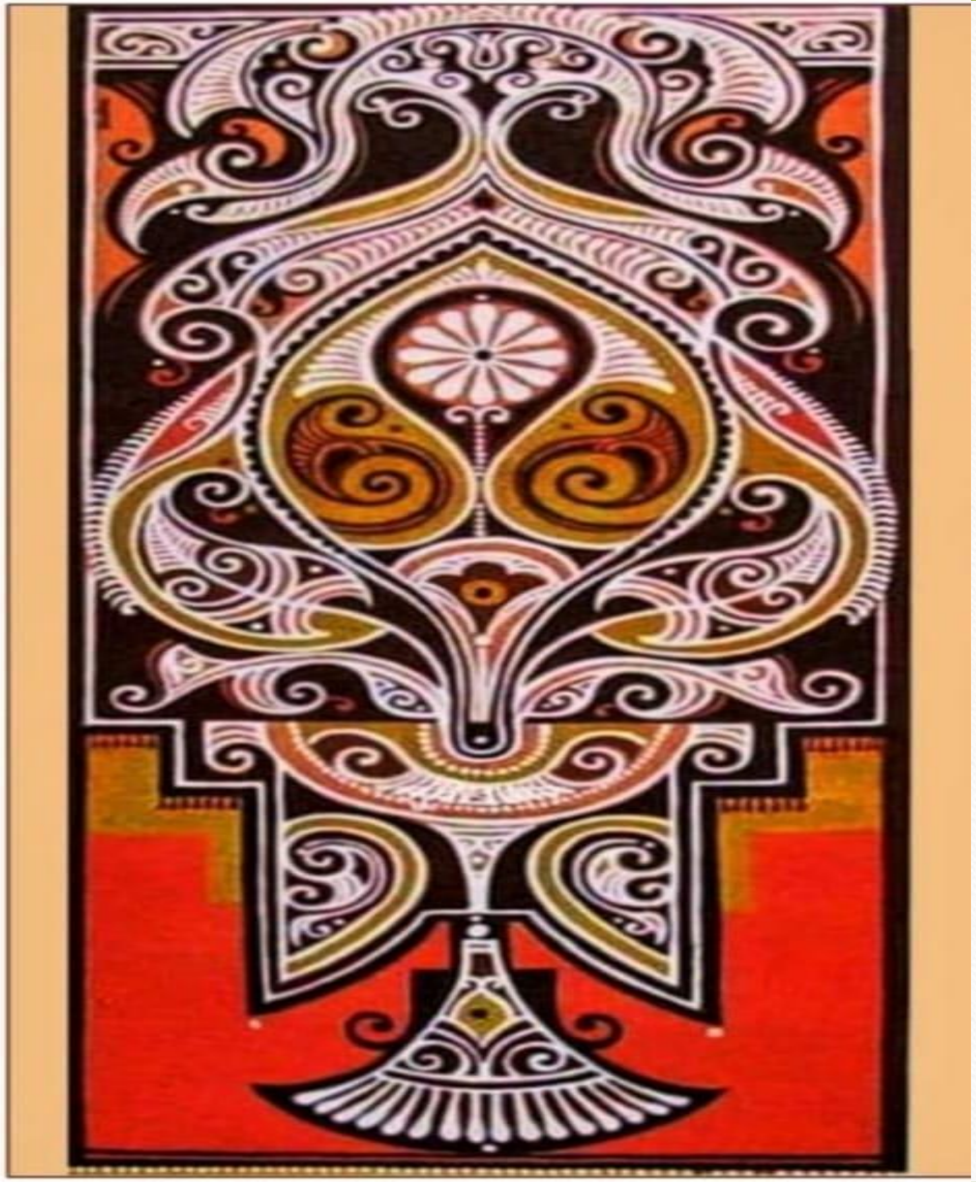

ধন্যবাদ